# আর্য্যাবর্ত্ত।

মাসিক পত্র।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্পাদিত।

প্রথম বর্ষ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

( কার্ত্তিক হইতে চৈত্র। )

১৩১৭।

প্রকাশক—শ্রীদুর্গানাথ বসু।

১০৩।২ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

CHATTAL SAMITY LIBRARY,
RANGOON, BURMA.
Book No
Period of Loan ......15 days.

## প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী

দ্বিতীয় খণ্ড।


| | | |
|---|---|---|
| **অ** | | |
| অকারণে ( কবিতা ) | শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ ... | ৪৫৫ |
| অস্তিমে ( কবিতা ) | শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... | ৭০১ |
| অধ্যাপক রবার্টক | শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র ... ... | ৫৮৪ |
| অনন্ত-সত্য ( কবিতা ) | সম্পাদক ... ... | ৭৭৪ |
| অবহেলন ( কবিতা ) | শ্রীহরিপদ মজুমদার ... ... | ৬৪৬ |
| অভিলাষার্থ চিন্তামণি | শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর ... | ৬৭৮ |
| **আ** | | |
| আগরার পথে ( কবিতা ) | শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ... ... | ৭৬০ |
| আলোকে আঁধারে— | শ্রীহরিপদ মজুমদার ... ... | ৮১৭ |
| আশীর্ব্বাদ ( কবিতা ) | শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধর ... | ৬৪৩ |
| আক্ষেপ ( কবিতা ) | সম্পাদক ... ... | ৬১২ |
| **ই** | | |
| ইচ্ছামৃত্যু ( গল্প ) | শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... | ৪৫৬ |
| **ও** | | |
| ওমরের পথে ( কবিতা ) | সম্পাদক ... ... | ৭৩৭ |
| **ক** | | |
| কবি রজনীকান্ত | শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এ, ... | ৪৬৫ |
| কবিতা ও কবি প্রিয়া ( কবিতা ) | শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় ... | ৫৭৫ |
| করমেতি বাই | শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর ... | ৮৩২ |
| কুনালের পিতৃভক্তি | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র ... ... | ৭৮৯ |
| কৃতজ্ঞতার বিনিময় ( গল্প ) | শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... | ৬১৮ |
| কৃষিতত্ত্বের আলোচনা | শ্রীঅজরচন্দ্র সরকার ... | ৭৩০ ও ৭৯৯ |
| **গ** | | |
| গয়া | শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ ... | ৭৬৯ |
| গ্রন্থপরিচয় | ... ... | ৫৭১, ৬৪৭ |
| **চ** | | |
| চন্দ্রনাথবসু | শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ ... | ৪৪০ |

| | | |
|---|---|---|
| **জ** | | |
| জন্ম ও মৃত্যু ( কবিতা ) | শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায় ... | ... ৫[illegible] |
| **ড** | | |
| ডাক | শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ ... | ... ৬[illegible] |
| ডাকের কথা | শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ, | ... ৭[illegible] |
| **ত** | | |
| তুমি ( কবিতা ) | শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত ... | ... ৫[illegible] |
| **ন** | | |
| নর্ত্তকীর কূপ ( গল্প ) | সম্পাদক ... | ... ৫[illegible] |
| নারী-হৃদয় ( কবিতা ) | শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার | ... ৫[illegible] |
| **প** | | |
| পাষাণের কথা | শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, | ৫৩[illegible] ৬৯৩ ও ৮[illegible] |
| পুরাতন ( কবিতা ) | সম্পাদক ... | ... ৭[illegible] |
| পুরাতন প্রসঙ্গ | শ্রীবিপিন বিহারী গুপ্ত এম্, এ, | ৫৬৩, ৫৭৭, ৬৬০, ৭২১, ৭[illegible] |
| পুরাতন প্রসঙ্গের কথা | শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ | ৭[illegible] |
| পূর্ব্বস্মৃতি ( কবিতা ) | শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি, এল, | ... ৬[illegible] |
| পূর্ব্বস্মৃতি ( গল্প ) | শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | ... ৮[illegible] |
| প্রণয় ( কবিতা ) | শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ... ৪[illegible] |
| প্রতিধ্বনি ( কবিতা ) | শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ ... | ... ৮[illegible] |
| প্রবাহ ( কবিতা ) | শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ীচৌধুরী | ... ৪[illegible] |
| প্রিয়দর্শী সম্বন্ধে পুনরালোচনা | শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব | ... ৬[illegible] |
| **ব** | | |
| বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য | শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় | ৭০২, ৭[illegible] |
| বরকুমার ব্রত | শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার ... | ... ৬[illegible] |
| বিকাশ ( কবিতা ) | শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ... ৬[illegible] |
| বিচিত্র পিতৃকুলানুরাগ | শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর | ... ৬[illegible] |
| জ্ঞানেপৌত্তলিকতা | শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম, এ, | ... ৫[illegible] |





| | | |
|---|---|---|
| বেদ কি ? | শ্রীচন্দ্রধর সাংখ্যকাব্যতীর্থ | ৪৩৩, ৬২৬ |
| বৈজ্ঞানিকের পরিচয় | সম্পাদক ... | ... ৪৫২ |
| ব্যর্থ-প্রভাত ( কবিতা ) | শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বি, এ, | ... ৭৪৪ |
| ব্যর্থ-সন্ধ্যা ( কবিতা ) | ঐ | ... ৮০৭ |
| **ভ** | | |
| ভাষা বৈচিত্র | শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম, এ, | ... ৭৬১ |
| **ম** | | |
| মশক | শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় | ... ৪৯৯ |
| মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ প্রথা | শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় | ... ৮৪৫ |
| মক্ষিকা | শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ... | ... ৬১৩ |
| মাঘমণ্ডল | শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার ... | ... ৮২৭ |
| মুহূর্ত্তের ভুল ( গল্প ) | শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | ... ৭৩৮ |
| মৃত্যু-মিলন ( উপন্যাস ) | সম্পাদক | ৪৭৬, ৫৪৩, ৫৯১, ৬৮৩, ৭৫০ ও ৮১৮ |
| **র** | | |
| রামায়ণী সভ্যতা | শ্রীকেদারনাথ মজুমদার ... | ... ৫২৯ |
| রূপ ( কবিতা ) | শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | ... ৫৫৬ |
| **শ** | | |
| শোভন ( কবিতা ) | শ্রীকালিদাস রায় ... | ... ৪৩৯ |
| **স** | | |
| সন্ধ্যা ( কবিতা ) | শ্রীমতী লাবণ্যময়ী বসু ... | ... ৭১২ |
| সমালোচনা | | ৪৮৬, ৫৫৩, ৬৩৪, ৭০৯, ৭৭৫ ও ৮৪৯ |
| সহানুভূতি ( কবিতা ) | শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার | ... ৮৩৯ |
| সংগ্রহ | | ৪৯২, ৫৫৭, ৬৩৮, ৭১৩, ৭৭৯ ও ৮৫৩ |
| **হ** | | |
| হরিদ্বার ( কবিতা ) | শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম ... | ... ৫৯০ |
| হীরক | শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | ... ৬৬৯ |
| **য়** | | |
| য়ুআন-চুয়ং বা হিউয়েন-সিয়াং | শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার ... | ... ৬০১ |

# লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

## দ্বিতীয় খণ্ড।


| লেখক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | **অ** | |
| শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর | বিচিত্র-পিতৃকুলানুরাগ ... | ৬৬ |
| | করমেতি বাই ... | ৮৩ |
| শ্রীঅক্ষয় চন্দ্র সরকার | য়ুঅনচূয়ং বা হিউয়েন-সিয়াং ... | ৬০ |
| | কবিতত্ত্বের আলোচনা | ১৩০ ও ১৯ |
| শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বি, এল্ | পূর্ব্ব-স্মৃতি ( কবিতা ) ... | ৬৩ |
| | **উ** | |
| শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত | তুমি ( কবিতা ) ... | ৫৩ |
| | **ক** | |
| শ্রীকালিদাস রায় | শোভন ( কবিতা ) ... | ৩৯ |
| শ্রীকেদারনাথ মজুমদার | রামায়ণী সভ্যতা ... | ৫২ |
| | **খ** | |
| শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ, | চন্দ্রনাথ বসু ... | ৪৪ |
| | **গ** | |
| শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় | কবিতা ও কবিপ্রিয়া ... | ৫৭ |
| | **চ** | |
| শ্রীচন্দ্রধর সাংখ্যকাব্যতীর্থ | বেদ কি ? ... | ৪৩৩ ও ৬২ |
| | **জ** | |
| শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায় | জন্ম ও মৃত্যু ( কবিতা ) ... | ৫৮ |
| | **দ** | |
| শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ | ডাক ... ... | ৭৮ |
| শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন বি, এ, | ডাকের কথা ... ... | ৭৮ |





| লেখক | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| | **ন** | |
| শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব | প্রিয়দর্শী সম্বন্ধে পুনরালোচনা | ৬৪৯ |
| শ্রীনগেন্দ্রনাথ সোম | হরিদ্বার ( কবিতা ) ... | ৫৯০ |
| | আগরার পথে ( কবিতা ) ... | ৭৬০ |
| শ্রীনরেন্দ্র নাথ্ মজুমদার | বরকুমার ব্রত ... ... | ৬৪৪ |
| | মাঘ মণ্ডল ... ... | ৮২৭ |
| | **প** | |
| শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ঘোষ | অকারণে ( কবিতা ) ... | ৪৫৫ |
| | প্রতিধ্বনি ( কবিতা ) ... | ৮৪৪ |
| | **ব** | |
| শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় | বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য | ১০২ ও ৭৪৫ |
| | মহারাষ্ট্রীয় নিমন্ত্রণ-প্রথা ... | ৮৪৫ |
| | ভাষা বৈচিত্র ... ... | ৭৬১ |
| শ্রীবিনয় কুমার সরকার এম্, এ, | আশীর্ব্বাদ ( কবিতা ) ... | ৬৪৩ |
| শ্রীমতী বিনয়কুমারী ধর | | |
| শ্রীবিপিন বিহারী গুপ্ত এম্, এ, | পুরাতন প্রসঙ্গ | ৫৬৩, ৫৭৭, ৬৬০ ৭২১ ও ৭৯৩ |
| শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী | প্রবাহ ( কবিতা ) ... | ৪৭৫ |
| শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার | নারী-হৃদয় ( কবিতা ) ... | ৫৬২ |
| | সহানুভূতি ( কবিতা ) ... | ৮৩৯ |
| | **য** | |
| শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় | প্রণয় ( কবিতা ) ... | ৪৫১ |
| | বিকাশ ,, ... | ৬৬৮ |
| | রূপ ,, ... | ৫৫৬ |
| | অন্তিমে ,, ... | ৭০১ |
| শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় | ইচ্ছামৃত্যু ( গল্প ) ... | ৪৫৬ |
| | কৃতজ্ঞতার বিনিময় ( গল্প ) ... | ৬১৮ |
| | মুহূর্ত্তের ভুল ( গল্প ) ... | ৭৩৮ |
| | পূর্ব্বস্মৃতি ( গল্প ) ... | ৮৪০ |

| | | |
|---|---|---|
| | **র** | |
| শ্রীরমণীমোহন ঘোষ | কবিরজনীকান্ত … | ৪৬৫ |
| | ব্যর্থ-প্রভাত ( কবিতা ) … | ৭৪১ |
| | ব্যর্থ-সন্ধ্যা ( কবিতা ) … | ৮০১ |
| শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | পাষাণের কথা | ৫৩৫, ৬৯৩, ৮০৮ |
| শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ | বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা … | ৫০৫ |
| | **ল** | |
| শ্রীমতী লাবণ্যময়ী বসু | সন্ধ্যা ( কবিতা ) … | ৭১২ |
| শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ | পুরাতন প্রসঙ্গের কথা … | ৭৯২ |
| | **শ** | |
| শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় | মশক ও মক্ষিকা … | ৬১৩ |
| | **স** | |
| শ্রীসখারামগণেশ দেউস্কর | অভিলাষার্থচিন্তামণি … | ৬৭৮ |
| শ্রীসতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্, এ, | গয়া … … | ৭৬৯ |
| শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মিত্র | অধ্যাপক রবার্টক … | ৫৮৪ |
| সম্পাদক | অনন্ত সত্য ( কবিতা ) … | ৭৭৪ |
| | আক্ষেপ ( কবিতা ) … | ৬১২ |
| | ওমরের পথে … | ৭৩৭ |
| | নর্ত্তকীর কূপ ( গল্প ) … | ৫২৬ |
| | পুরাতন ( কবিতা ) … | ৭১৯ |
| | বৈজ্ঞানিকের পরিচয় … | ৪৫২ |
| | মৃত্যুমিলন ( উপন্যাস ) | ৪৭৬, ৫৪৩, ৫৯১, ৬৮৩, ৭৫০ ও ৮১৮ |
| শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র | কুনালের পিতৃভক্তি … | ৭৮৯ |
| | **হ** | |
| শ্রীহরিপদ মজুমদার | অবহেলন ( কবিতা ) … | ৬৪৬ |
| | আলোকে আঁধারে ( কবিতা ) | ৮১৮ |
| শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | হীরক … … | ৬৬৯ |


## চিত্র সূচী।


অধ্যাপক রবার্ট ক

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

৺দ্বারিকানাথ মিত্র

মশক

৺শ্যামাচরণ সরকার

অন্ধাবস্থায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়


# বঙ্গীয় নদনদীর জীবন-সংগ্রাম *

কূলপ্লাবিনী প্রবাহিনী পর্ব্বতশিখর হইতে প্রবাহিতা হইয়া যখন সাগর-সঙ্গমে মিশিতে যায় তখন সে যেন ক্রীড়াচ্ছলে কখন বা তীর ভাঙ্গিতে কখন বা নূতন পলীস্তর দ্বারা তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিতে থাকে। জগতের নিয়মে নূতন পুরাতনের স্থান অধিকার করে। যেমন নূতন ঋতু আসিয়া পুরাতনকে অপসৃত করিয়া দেয়, যেমন নূতন রাজা আসিয়া প্রাচীন নরপতির অধিকার স্বীয় করতলগত করিয়া থাকেন, সেইরূপ বৎসর বৎসর নূতন জলস্রোতঃ আসিয়া প্রবলবেগে পুরাতন তটভূমি ও সিকতারাশি বিভগ্ন ও বিধ্বস্ত করিয়া অন্য স্থানে নূতন চরের সৃষ্টি করিয়া থাকে। প্রবাহিনীর বেগ যত প্রবল হয়, নদী যত প্রখরা হয়, এই চর সৃষ্টি-ক্রিয়াও তত দ্রুত হইয়া থাকে। আমাদের বঙ্গদেশে নদ-নদীর অভাব নাই। পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, পদ্মা, তিস্তা ( ত্রিস্রোতা ) ও পশ্চিম বঙ্গে গঙ্গা, ভাগীরথী, প্রভৃতি কত নদ, নদী, উপনদী, শাখানদী প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ যে যে স্থান বিধৌত করিয়া প্রবাহিত ছিল এখন সেই সেই স্থান নদী হইতে বহু দূরে। সেই গতি-পরিবর্ত্তন কেন হইল বর্ত্তমান নিবন্ধে তাহারই আভাস দেওয়া হইবে।

নদী সচরাচর উচ্চদেশ হইতে ক্রমশঃ নিম্নতর প্রদেশে ধাবিত হইয়া থাকে। সেইজন্য আমাদিগের সকল নদনদীই উন্নত হিমাচল-পর্ব্বত-প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমশঃ বঙ্গদেশের সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া সাগর-গর্ভে নিপতিত হইয়াছে। প্রবাহিনী যখন উচ্চতর প্রদেশ হইতে নিম্নতর

ভূমিতে প্রবাহিত হয় তখন সে গমনপথে বহু বাধা বিভগ্ন করিয়া ধ্বংসিত চূর্ণ বিচূর্ণ প্রস্তর ও পলী বারিরাশির সহিত ভাসাইয়া লইয়া যায়। নদীর প্রখর গতি রোধ করিবার মত শক্তি অতি অল্প বস্তুরই আছে। কিন্তু যে স্থানে কোন কারণে সেই প্রচণ্ড বেগের গতিরোধ হয়, সে স্থানে সে বার নদীর প্রবাহ বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়। পর বর্ষে বর্ষাবারিপাতে পুষ্টা প্রবাহিনী আকুল আবেগে আবার সেই বাধা অতিক্রম করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। তখনও যদি তাহার শক্তি বাধার শক্তি অপেক্ষা ক্ষীণ হয় তাহা হইলে নদীর গতি চিরকালের জন্য অন্য দিকে কেবল যে ফিরিয়া যায় এমন নহে, পরন্তু সেই বাধা আপনার শক্তিবৃদ্ধি করিবার মত সামগ্রী লাভ করে। প্রবাহিনী যে সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ প্রস্তরাবলী ও পলীমাটীর অংশ ভাসাইয়া আনিতেছিল, তাহার অধিকাংশই বাধার মুখে আসিয়া জমিতে থাকে; ক্রমশঃ জল সরিয়া যাইলে সে সব শুষ্ক হইয়া জমাট বাঁধিয়া নূতন স্তরে পরিণত হয়, আর পর বৎসর আরও প্রবল জলে বাধা দিবার অবসর পাইয়া থাকে।

বঙ্গীয় নদনদীর জীবন সংগ্রাম কত দিন হইতে কি ভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং পরে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস আমরা মিষ্টার টি, এইচ, ডি, লাটুস লিখিত এসিয়াটিক সোসাইটিতে পঠিত বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভে পাইয়াছি।

আমাদের এই পৃথিবীর জন্মকাল হইতে মানবজাতির অস্তিত্বের পূর্ব পর্য্যন্ত এই পৃথিবীতে কত প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে ভূতত্ত্ব হইতে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি। এক কালে এই প্রলয়প্লাবিত ভূস্তর চিরতুষার-নিহিত ছিল। ক্রমশঃ আভ্যন্তরিক উত্তাপ-সন্তাড়নে ইহার উপরিতল বিপর্য্যস্ত—বিধ্বস্ত হইয়াছে, বহু নূতন ভূমি জলমধ্য হইতে উপরে উঠিয়াছে। হিমালয়ের গাত্র পরীক্ষা করিয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই অভ্রভেদী হিমাচলও একদিন তুষার-নিহিত ছিল। তাহার নানা নিদর্শন বর্ত্তমান। এই হিমালয়-প্রদেশস্থ উপত্যকা ও অধিত্যকানিচয়ে এই তুষারাবরণের অনেক নিদর্শন এখনও পতিত হইয়া আছে। তবে উপত্যকা-পাদদেশে নিদর্শন যত সহজে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, সমতল ভূমিতে তত অনায়াসে নয়নগোচর হয় না। সেই জন্য সাধারণ সমতল ভূমিতে তুষারাবরণের তাদৃশ নিদর্শন বিদ্যমান নাই। তবে সমতল ভূমিতে নিদর্শন সংগ্রহ করিবার উপায় ও আছে। কোন নদীর তীরস্থিত উভয় দিকের



দৃষ্টিগোচর করিয়া এবং তাহা কি মৃত্তিকান্তরের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ দৃষ্টিগোচর করিয়া এবং তাহা কি ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং কিরূপে স্তর ভেদ করিয়া নদী তাহার গতি অব্যাহত রাখিয়াছে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া প্রাচীন তুষারাবরণের অনেকানেক নিদর্শন লাভ করা যায়।

গঙ্গা ও তাহার উপনদী সমূহের তটভূমি এইভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার পার্শ্বস্থ উভয় দিকের মৃত্তিকান্তরণের মধ্যে প্রাচীন পলীস্তর বিদ্যমান আছে। এমন কি এই পলীস্তর সচরাচর বন্যার সময় জল যত দূর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে তাহার অপেক্ষা প্রায় একশত ফুট উচ্চে বিদ্যমান। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, তুষারাবরণ যুগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। কাযেই যখন সেই তুষারাশি হইতে বারিরাশি পর্ব্বত, উপত্যকা ও নদী-বক্ষ দিয়া প্রবাহিত হয় তখন বরফের চাপে অনেকানেক পর্ব্বতগাত্র বিভগ্ন হইয়া যায়, এবং সেই অপরিমেয় বারিপ্রবাহ যে স্থান দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল সে স্থানের ভূমি বিধৌত হইয়া পলী মৃত্তিকারূপে প্রচুর পরিমাণে সেই জল-মধ্যে ভাসিয়া আসিয়াছিল। পর্ব্বতোপত্যকায় বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এখন সেই তুষারাবরণ কালের নিদর্শন স্বরূপ পড়িয়া আছে; আর সাধারণ সমতল ভূমিতে, নদীর খাতে, তীর-ভূমির গাত্রে প্রাচীন পলীস্তর—সেই একই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যাহাকে অধুনা পূর্ব্ববঙ্গের মধুপুর জঙ্গল বলে—যাহার উচ্চতা এখন বৃদ্ধি পাইয়া সাধারণ বন্যার জলসীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে—সেই মধুপুর জঙ্গল এইরূপে তুষার-বিগলিত-জলরাশি-বাহিত পলী মৃত্তিকায় গঠিত বলিয়া মনে হয়। পরে বৎসর বৎসর বর্ষার জলাগমে নূতন পলী পড়িয়া তাহা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সামান্য চর ক্রমশঃ বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে পরিণত হইলে নদীর গতিও যে বাধা পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

এইরূপে নদীর গতি প্রতিহত হইয়া নদীপ্রবাহ অন্য দিকে ধাবমান হইলে তাহাতে নদীতীরস্থ স্থানসমূহের অনেক প্রকার ক্ষতি হয়। আজ যদি ভাগীরথী ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে কলিকাতা নগরীর বিচিত্র সৌন্দর্য্য, বিপুল বাণিজ্য এ সব কোথায় যাইবে? ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্ব্বে ঢাকা নগরীর পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত ছিল এখন তাহার প্রবাহ কত দূরে গিয়া পড়িয়াছে! পরিবর্ত্তন বিস্ময়কর।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে মিষ্টার ফার্গুসন মধুপুর জঙ্গলস্থ ভূখণ্ড কিরূপে

সামান্য চর হইতে এত উচ্চ ভূমিখণ্ডে পরিণত হইল, সেই বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, এই মধুপুর জঙ্গলস্থ প্রদেশসমূহ কোনপ্রকার “ঊর্দ্ধগমন ফলে” উত্থিত হইয়াছে এবং সেইজন্যই ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ মেঘনা ও শ্রীহট্টের “ঝিলের” দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু এ কথা সহজে স্বীকার করা যায় না। কারণ তাহা হইলে সমস্ত প্রদেশেই বহু নৈসর্গিক চিহ্ন প্রকটিত থাকিত। আর যদি মধুপুর জঙ্গল এই প্রকার ঊর্দ্ধগমনজন্য উচ্চতা লাভ করিয়া থাকে তাহা হইলে ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ সাধারণতঃ ও স্বভাবতঃ পশ্চিম দিকে ধাবিত হইত।

তিব্বতের সাঁম্পু নদীর জল পাইয়া ব্রহ্মপুত্রের শক্তি বিকাশ করিবার সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে মানচিত্রে সাম্পুর প্রবাহ-পথ অন্যরূপ প্রদর্শিত হইত; কিন্তু মিষ্টার রেনেল ১৭৬৫ খৃঃঅব্দে স্থির করেন যে, সাম্পুর জল ডিহাং নদী হইয়া ব্রহ্মপুত্রে, পতিত হইতেছে। এই জল না পাইলে ব্রহ্মপুত্রের এত শক্তি-বিকাশ বোধ হয় সম্ভবপর হইত না। আর মিষ্টার বরার্ট ও মিষ্টার হেডিন যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই জলাগমের পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ গঙ্গা নদী অপেক্ষা নিস্তেজ ও অল্পশক্তিসম্পন্ন ছিল। আর সেই জন্যই গঙ্গার আনীত পলীস্তরসম্ভূত মধুপুর চর বা আধুনিক মধুপুর জঙ্গল ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যখন ডিহাং নদী দিয়া সাম্পুর জল একত্রিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়িল তখন ব্রহ্মপুত্রের গতি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল।

অধুনা আবার তিস্তা নদীর ‘বিশ্বাসঘাতকতায়’ গঙ্গার যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ব্রহ্মপুত্রের সেই পরিমাণ শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে। ১৭৮৭ খ্রীঃঅব্দে তিস্তানদীর জল, গঙ্গা-বক্ষ প্রবাহিত না করিয়া সহসা ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়ে; আর সেই অবধি ব্রহ্মপুত্রের শক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। ইহার ফল কি হইবে তাহা প্রথমে কেহ বুঝিতে পারে নাই। ইহার পর হইতে গঙ্গার ও ব্রহ্মপুত্রের সংগ্রাম আরব্ধ হইয়াছে, সংগ্রামের শেষ হইয়া যে ফলাফল নির্দ্ধারিত হইয়াছে এমন মনে হয় না। হয়ত ভবিষ্যতে এই সংগ্রাম-ফলেই বঙ্গের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নূতন ভাবে গঠিত হইবে। ব্রহ্মপুত্র এখন যেরূপ ক্ষমতাশালী, তাহাতে সে যে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে এমন বোধ হয় না। কারণ, যত দিন পর্য্যন্ত আসামের উপত্যকা প্রদেশ সম্পূর্ণ ভাবে সমতলাকার ধারণ না করে, ততদিন ব্রহ্মপুত্র স্বীয় তেজ ও পরাক্রম



প্রকাশে যত্নবান থাকিবে। বন্যার সময় নদীর পরাক্রম নিম্নস্থ প্রদেশেই সমধিক মাত্রায় প্রকাশ পাইয়া থাকে; কারণ খরস্রোতে উপর হইতে জল আসিয়া প্রবলবেগে নিম্নে জমিতে থাকে। ১৮৩৮ খৃঃঅব্দে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলের নিকট গঙ্গাকে এমন ভাবে সঙ্কুচিত হইতে হইয়াছিল যে গোয়া-লন্দের নিকট অনেক স্থলে লোকে পদব্রজে পার হইতে পারিত। এই কারণেই গরাই স্বল্পতোয়া ক্ষুদ্র নদী হইতে গভীর ও প্রশস্ত প্রবাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। জল বন্ধ হইয়া অতিরিক্ত জল গরাই নদী-গর্ভে প্রবাহিত হইয়া কলিকাতা হইতে উত্তরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে যাতায়াতের বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আবার এই রূপ নূতন বিস্ময়কর ঘটনার সংঘটন অসম্ভব নহে। কালে ভাগীরথীর জল একেবারে নিঃশেষিত হইয়া জলাঙ্গীর নিকট হইতে অন্যদিকে প্রধাবিত হইতেও পারে। এই ঘটনা ঘটিলে বর্ত্তমান বঙ্গে কি স্বপ্নাতীত পরিবর্ত্তন ঘটিবে! ত্রিস্রোতাকে পুনর্ব্বার যদি গঙ্গা-গর্ভে প্রবাহিত করিতে পারা যায় তাহা হইলে কতকটা সুফল ফলিতে পারে। কিন্তু স্বভাবের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করা অধিকাংশ স্থলেই মানবের বুদ্ধির ও শক্তির পক্ষে অসম্ভব। তবে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভের আশাও করিতেছে।

শ্রীকালীকুমার দত্ত।

# আর্য্যাবর্ত্ত।

## ( খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী। )

প্রসিদ্ধ চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাং যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষ বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত। তিনি তাঁহার সমসাময়িক প্রায় সকল রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বুদ্ধের জন্মভূমি—পুণ্য তীর্থ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ তাঁহার পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। এই কারণে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী পাঠে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থা আমাদিগের মানসনয়নসমক্ষে সমুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

হিউয়েন সাংএর ভারত ভ্রমণ-কালে উত্তর ভারতে ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতি সংখ্যক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকলের মধ্যে কান্যকুব্জের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। তখন দ্বিতীয় শিলাদিত্য এই রাজ্যে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার বাহুবলে বহু নৃপতি পরাজিত ও কান্যকুব্জ রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতললামভূত মথুরা, স্থানেশ্বর, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত। হিউয়েন সাংএর গ্রন্থে উত্তর ভারতে এই সকল প্রসিদ্ধ রাজ্যের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের পাদস্থিত কতিপয় পার্ব্বত্য জাতির বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। হিউয়েন সাং হিমালয় প্রদেশে ব্রহ্মপুরা নামক এক রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই দেশ বর্ত্তমান সময়ে গাড়োয়াল ও কুমায়ূন নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন রমণীর হস্তে এই রাজ্যের শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল। হিউয়েন সাং লিখিয়াছেন, "বহুকাল হইতে রমণীরাই এই দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। ইহার ফলে এই দেশ স্ত্রীরাজ্য নামে খ্যাত। শাসনকর্ত্রীর স্বামী 'রাজা' উপাধি লাভ করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু তিনি রাজ্যের অবস্থা বা শাসনকার্য্য সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। পুরুষগণ কেবল যুদ্ধ ও ভূমিকর্ষণ করেন।"

হিউয়েন সাং উত্তর ভারতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নানা কথায় পূর্ণ এবং কৌতুহলোদ্দীপক। আমরা নিম্নে তাঁহার লিখিত কতিপয় রাজ্যের বিবরণের অনুবাদ প্রদান করিলাম।

## মথুরা।

মথুরা-রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি বিস্তৃত। রাজধানী মথুরা নগরীর বিস্তার প্রায় ২০লি। মথুরা-রাজ্যের ভূমি উর্ব্বর এবং ফলশস্যপ্রসূ। মথুরা-বাসীরা আমলকীর উৎপাদনে সবিশেষ যত্নশীল। এই দেশে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়। মথুরা-রাজ্য উষ্ণপ্রধান দেশ। ইহার অধিবাসীরা কোমল-স্বভাব; সন্তোষ তাহাদিগের চরিত্রগত গুণ। তাহারা গুণগ্রাহী ও বিদ্যার উৎসাহদাতা।

মথুরা-রাজ্যে বিংশতি সংখ্যক সঙ্ঘারাম ও পাঁচটি দেবমন্দির আছে। সঙ্ঘারাম-সমূহে দুই সহস্র শ্রমণ এবং দেবালয়গুলিতে সর্ব্ব শ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকেন। বৎসরের প্রথম, পঞ্চম ও নবম মাসে এবং প্রত্যেক মাসের নির্দ্দিষ্ট উপবাস দিনে শ্রমণগণ বৌদ্ধ স্তূপ সমীপে শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও উপহার প্রদান করেন। তখন মণিমুক্তাখচিত পতাকা উড্ডীন করা হয়, বহুমূল্য ছত্রে চারিদিক আচ্ছাদিত হয়, ধূপধূনাদির গন্ধে আমোদিত ধূম গগনমার্গে উত্থিত হয়, সকল স্থান কুসুমাস্তৃত হয়। দেশের রাজা ও বিশিষ্ট অমাত্যবর্গ এই ধর্ম্মোৎসবে সোৎসাহে যোগদান করিয়া থাকেন। এই সময় শ্রমণগণ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষের মূর্ত্তি-দর্শন করিয়া থাকেন। অভিধর্ম্মশাস্ত্রপাঠীরা সারিপুত্রের-ধ্যান পরায়ণগণ মৌদ্গল্য-পুত্রের এবং বিনয়শাস্ত্রপাঠীরা উপালীর স্মৃতির উদ্দেশে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। ভিক্ষুণীরা আনন্দের, শ্রমণসম্প্রদায়প্রবেশার্থীরা রহুলের ও মহাযান-শাস্ত্রপাঠীরা বোধিসত্ত্বের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন।

## স্থানেশ্বর।

থানেশ্বর-রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৭ হাজার লি ও থানেশ্বর নগর চক্রাকারে প্রায় ২০লি বিস্তৃত। এই দেশের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ, ভূমি উর্ব্বর ও শস্যশালী। কিন্তু এই দেশের জনগণ বিলাসপরায়ণ, সরলতাহীন, নিরুৎসাহ। তাহারা যাদুবিদ্যার বিশেষ অনুরাগী। তাহাদের অধিকাংশই ব্যবসায়বাণিজ্যে ব্রতী। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বহুমূল্য ও দুর্ল্লভ পণ্যদ্রব্য থানেশ্বরে নীত হয়। এ দেশে কৃষি-জীবীর সংখ্যা অতি অল্প এবং তিনটি মাত্র সঙ্ঘারাম বিদ্যমান। এই সকল সঙ্ঘারামে ৭০০ হীনযান মতাবলম্বী শ্রমণ বাস করেন। এদেশে শতাধিক মন্দির আছে।

প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র রাজধানী থানেশ্বর হইতে অদূরে অবস্থিত।



কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র নামে পরিচিত। পুরাকালে আর্য্যাবর্ত্তে দুইজন নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইত। শেষে সেইরূপ লোকক্ষয়-নিবারণকল্পে তাঁহারা স্থির করেন, উভয় পক্ষের কতিপয় সৈন্য রণক্ষেত্রে শারীরিক দ্বন্দ্বে বিবাদের মীমাংসা করিবে। কিন্তু জনগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। তখন নৃপতিদ্বয়ের একজন সঙ্কল্প-সাধনোদ্দেশে এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন। তাঁহার নির্দ্দেশে একজন মহাজ্ঞানী ব্রাহ্মণ একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া পর্ব্বত-গহ্বরে লুকাইয়া রাখেন। অনন্তর নৃপতি স্বপ্নে ঐ গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছেন, এইরূপ রটনা করিলে পর্ব্বত-গহ্বরে ঐ গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়। এই গ্রন্থ পাঠে লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, রণক্ষেত্রে দেহপাত করিলে স্বর্গলাভ হয়। তখন জনগণ যুদ্ধার্থ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। তখন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং মৃত-দেহ যষ্টির মত স্তূপীকৃত হয়। সেই সময় হইতে অদ্যাপি এই যুদ্ধ-প্রান্তর নরকঙ্কালে আবৃত রহিয়াছে।*

## শ্রুঘন রাজ্য †।

এই রাজ্যের পূর্ব্ব প্রান্তে গঙ্গা প্রবাহিতা, উত্তরে হিমালয় অবস্থিত। শ্রুঘন রাজ্যের পরিমাণফল ৬ হাজার লি। ইহার রাজধানী চক্রাকারে প্রায় ২০লি বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্ব পার্শ্বে যমুনা প্রবাহিতা। শ্রুঘন রাজ্যের লোক সত্যপ্রিয় ও সরলস্বভাব। এই রাজ্যে সঙ্ঘারামের সংখ্যা পাঁচ, এবং শ্রমণের সংখ্যা এক সহস্র। শ্রমণগণ প্রায় সকলেই হীনযান-মতাবলম্বী; অন্য মতাবলম্বীদিগের সংখ্যা অতি অল্প। এই রাজ্যে এক শত দেবমন্দির বিদ্যমান।

যমুনার পূর্ব্ব দিকে ৮ শত লি দূরে গঙ্গা প্রবাহিতা। গঙ্গার জল নীলাভ এবং তাহার তরঙ্গ সাগরোর্ম্মির মত আবর্ত্তিত। ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থে গঙ্গা ধর্ম্মনদী নামে অভিহিত। এই নদীর জলে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। যাহারা জীবনে বীতস্পৃহ, তাহারা গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জ্জন করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে, এবং তাহাদের আত্মা পরলোকে পরম সুখ ভোগ করে। কাহারও মৃত্যুর পর তাহার অস্থি গঙ্গাজলে অর্পিত হইলেও তাহার আত্মার সদ্গতি হয়। মায়াপুর নগরে গঙ্গার উৎপত্তিস্থান অবস্থিত।† মায়াপুর (বর্ত্তমান হরিদ্বার) চক্রাকারে

* হিউয়েন সাং দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার পুস্তকে মহাভারতের এইরূপ বিকৃত বিবরণ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

† পুরাকালে শ্রুঘন দেশে কুরুবংশীয় নৃপতিদিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ন্যূনাধিক ২০লি বিস্তৃত এবং জনাকীর্ণ। মায়াপুরের চারিদিকে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা প্রবাহিতা। মায়াপুর হইতে অদূরে গঙ্গাতীরে বিরাট দেবমন্দির দণ্ডায়মান। এই স্থানে বহুবিধ অলৌকিক কার্য্য সাধিত হয়। ইহার মধ্যভাগে একটি সুদৃশ্য তড়াগ ইহার শোভাসংবর্দ্ধন করিতেছে। ইহা কৃত্রিমসরিৎযোগে গঙ্গাজলে পূর্ণ। এই স্থানে পাপক্ষয় ও পুণ্যসঞ্চয় হয়। বহু দূরদেশ হইতে শত সহস্র যাত্রী গঙ্গাস্নানের জন্য এই স্থানে সমবেত হয়। বদান্য রাজগণ মায়াপুরে পুণ্যশালা সংস্থাপিত করিয়াছেন; সেই সকলের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ আবশ্যক পরিমাণ ভূমিও উৎসৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল পুণ্যশালায় বিধবা, শোকাতুর, অনাথ, শিশু ও দীন দরিদ্রগণ সুখাদ্য ও ঔষধ প্রাপ্ত হয়।

## কান্যকুব্জ।

কান্যকুব্জ রাজ্য চক্রাকারে ৪ হাজার লি বিস্তৃত। ইহার রাজধানী গুরুপরিখাবেষ্টিত এবং একাধিক সুদৃঢ় ও অত্যুন্নত দুর্গদ্বারা সংরক্ষিত। কান্যকুব্জ নগরের (রাজধানীর) সর্ব্বত্র পুষ্পোদ্যান, বৃক্ষবাটিকা ও দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছসলিলা দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। কান্যকুব্জ বাণিজ্যস্থান। এই স্থানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য বিপুল পরিমাণে আমদানী হয়। এই রাজ্যের অধিবাসীরা ধনশালী ও সন্তোষসুখে সুখী। তাহাদিগের বাসগৃহ সুগঠিত ও সুসজ্জিত। এ রাজ্যের সর্ব্বত্র ফুল ও ফল যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই স্থানের প্রকৃতিপুঞ্জ যথাসময়ে ক্ষেত্রকর্ষণ ও শস্যকর্ত্তন করিয়া থাকে। কান্যকুব্জ রাজ্যের জলবায়ু প্রীতিপ্রদ ও অধিবাসীদিগের আচার ব্যবহার সরল ও ন্যায়ানুগত। তাহাদিগের আকৃতি সুন্দর ও আনন্দবর্দ্ধক। তাহারা কারুকার্য্যখচিত উজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করে। কান্যকুব্জবাসীরা অধ্যয়নশীল ও ধর্ম্মালোচনায় অনুরাগী। তাহাদের বিশুদ্ধ ভাষার খ্যাতি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। কান্যকুব্জ রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের ও অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যা সমান। এ রাজ্যে শতাধিক সঙ্ঘারাম ও দশ সহস্র শ্রমণ বিদ্যমান। রাজ্যমধ্যে দুই শত হিন্দুদেবমন্দির আছে।

আমাদিগের বর্ণিত এই রাজ্যের রাজধানীর প্রাচীন নাম কুসুমপুর। বর্ত্তমান নাম—কান্যকুব্জ; তদনুসারে রাজ্যের নামও কান্যকুব্জ হইয়াছে। কুসুমপুর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া কান্যকুব্জ নাম প্রবর্ত্তিত হইবার কারণ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

‡ হিউয়েন সাং লিখিয়াছেন, মায়াপুর তখন রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী মতিপুর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।



পুরাকালে গঙ্গাতীরে একজন ঋষি বাস করিতেন। তিনি সুদীর্ঘ কাল সমাধিস্থ ছিলেন। তৎকালে কোনরূপে তাঁহার স্কন্ধে ন্যায়গ্রোধ (ন্যগ্রোধ?) বৃক্ষের বীজ পতিত হয় ও বৃক্ষ জন্মে। এই জন্য তিনি লোকসমাজে মহাবৃক্ষ ঋষি নামে পরিচিত ছিলেন। সুদীর্ঘ কাল পরে ঋষির সমাধি ভঙ্গ হয়। একদা তিনি নদীতীরে পরিভ্রমণকালে কুসুমপুর-সিংহাসনাধিপতির নৃত্যপরা শত কন্যাকে দেখিয়া তাঁহাদিগের রূপলাবণ্যদর্শনমাত্র মোহিত হইয়া পড়েন ও রাজা ব্রহ্মদত্তের নিকট একজন কুমারীর কর প্রার্থনা করেন। কিন্তু একে একে সকল কুমারীই সেই জড়ভাবাপন্ন ঋষিকে পতিত্বে বরণ করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে রাজা ব্রহ্মশাপভয়ে ম্রিয়মাণ হইলে তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা ঋষির বাসনা পূর্ণ করিতে সম্মত হয়েন। অতঃপর রাজা ব্রহ্মদত্ত কনিষ্ঠা কন্যাকে সঙ্গে লইয়া ঋষির নিকট গমন করিলেন। ঋষি সর্ব্বকনিষ্ঠা কুমারীকে অবলোকন করিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার শাপে অবশিষ্ট কুমারীরা কুব্জত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি কুসুমপুর কুব্জা রাজকুমারীদিগের বাসস্থান বলিয়া কান্যকুব্জ আখ্যা লাভ করিয়াছে।

কান্যকুব্জ রাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতির নাম—শিলাদিত্য। তাঁহার পিতার নাম প্রভাকর বর্দ্ধন। প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রাজ্যবর্দ্ধন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অচিরকালমধ্যেই কর্ণসুবর্ণের অধিপতি শশাঙ্কের হস্তে পরাজিত ও নিহত হয়েন। তখন মন্ত্রিগণ মিলিত হইয়া রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই সংবাদ প্রচার করেন। হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শিলাদিত্য পরাক্রমশালী। তিনি রাজ্যের নষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধারে সফলশ্রম হয়েন। তাঁহার বাহুবলে বহু নরপতি পরাজিত হইয়াছেন এবং কান্যকুব্জ রাজ্যের প্রসারবৃদ্ধি হইয়াছে। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষপাতী। তিনি জীবহত্যা সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন এবং নানা স্থানে স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। তাঁহার আদেশে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বে চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল চিকিৎসালয়ে চিকিৎসকগণ চিকিৎসা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

পঞ্চবর্ষের ব্যবধানে শিলাদিত্য ধর্ম্ম-সম্মিলনী আহ্বান করেন; এবং সেই সময় মুক্তহস্তে ধনদান করেন। তৎকালে দানের অযোগ্য অস্ত্রাদি ব্যতীত আর সকল দ্রব্যই বিতরিত হয়।

একবার মহারাজ শিলাদিত্য পরিদর্শন উপলক্ষে গঙ্গাতীরবর্ত্তী কজিনঘর নামক এক ক্ষুদ্ররাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তৎকালে আমি নালন্দার বিহারে অবস্থান করিতেছিলাম। তখন কামরূপের অধিপতি কুমাররাজও নালন্দার বিহারে বাস করিতেছিলেন। মহারাজ শিলাদিত্য আমাদিগকে তাঁহার সমীপে গমন জন্য কুমাররাজকে আদেশ করিয়াছিলেন। এই কারণে আমি কুমাররাজের সমভিব্যাহারে তাঁহার সকাশে গমন করি। তিনি আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া চীনদেশ সম্বন্ধে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। আমার উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। শিলাদিত্য স্বীয় রাজধানীর অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে ধর্ম্মসম্মিলনী আহ্বান করেন এবং শত সহস্র লোক সমভিব্যাহারে গঙ্গার দক্ষিণতীরবর্ত্তী পথে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। এই বিপুল জনসঙ্ঘ নবতি দিবস পরে কান্যকুব্জে উপনীত হইয়াছিল।

অতঃপর শিলাদিত্যের আমন্ত্রণে বিংশতি দেশের অধিপতিরা স্ব স্ব অধিকারের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের সহিত আগমন করেন। শিলাদিত্যের আমন্ত্রিত ধর্ম্মসম্মিলনী উত্তর ভারতে রাষ্ট্রকীয় মহোৎসবস্বরূপ ছিল। মহারাজ শিলাদিত্য এই সুবৃহৎ জনসঙ্ঘের বাসজন্য গঙ্গার পশ্চিম দিকে একটি বিরাট্ সঙ্ঘারাম ও পূর্ব্বদিকে একটি এক শত ফিট উচ্চ দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সঙ্ঘারামের ও দুর্গের মধ্যস্থলে বুদ্ধদেবের পূর্ণকায় স্বর্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বসন্তকালের দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবস হইতে আরম্ভ করিয়া একবিংশ দিবস পর্য্যন্ত এই মহোৎসব সম্পাদিত হয়। এই মহোৎসবকালে শিলাদিত্য ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় সম্প্রদায়কেই সমান সমাদর করিয়া নানাবিধ সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। সঙ্ঘারাম হইতে প্রাসাদ পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান বহুসংখ্যক পটমণ্ডপে পরিশোভিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে মধ্যে নহবতের জন্য সংস্থাপিত উচ্চ মঞ্চ হইতে সুমধুর বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইত। মহোৎসবকালে একদিন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিসহ শোভাযাত্রা হইয়াছিল। এই সময় সুসজ্জিত হস্তীর পৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া তাহার বাম পার্শ্বে ইন্দ্রের ন্যায় পরিচ্ছদ-পরিহিত শিলাদিত্য ও দক্ষিণ পার্শ্বে কুমাররাজ অবস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রক্ষিরূপে পাঁচশত রণহস্তী ছিল। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধমূর্ত্তির পুরোভাগে এক শত হস্তী গমন করিয়াছিল। শোভাযাত্রাকালে শিলাদিত্য কর্তৃক মণি, মুক্তা, নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কুসুম বিতরিত হইয়াছিল। অতঃপর বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ধৌত করা হইয়াছিল। তাহার পর শিলাদিত্য সেই মূর্ত্তি স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া পশ্চিমে



দুর্গে গমন করেন এবং তথায় তাহা মহার্ঘ পরিচ্ছদে ও অলঙ্কারে ভূষিত করেন। এই সকল ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে বিপুল আড়ম্বরে ভোজন হয়, এবং তাহার পর বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হইয়া সুগভীর পাণ্ডিত্যসহকারে ধর্ম্মালোচনা করেন। সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে মহারাজ বিশ্রামলাভার্থ স্বীয় প্রাসাদে গমন করেন। *

## অযোধ্যা।

অযোধ্যারাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি এবং ইহার রাজধানী প্রায় ২০ লি বিস্তৃত। এই দেশে ফুল ও ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এ দেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ—প্রীতিপদ। অযোধ্যাবাসীরা ধর্ম্মচর্চ্চাতৎপর এবং বিদ্যানুশীলনে অনুরাগী। এই দেশে ন্যূনাধিক এক শত সঙ্ঘারাম এবং দশটি দেবমন্দির আছে। অযোধ্যারাজ্যে শ্রমণের সংখ্যা তিন সহস্র। তাঁহারা মহাযান ও হীনযান উভয়মতানুগত শাস্ত্র-গ্রন্থই অধ্যয়ন করেন। অযোধ্যা রাজ্যের দেবমন্দিরে যে সকল অপধর্ম্মাবলম্বী বাস করেন, তাঁহারা নানাসম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁহাদিগের সংখ্যা অধিক নহে।

## প্রয়াগ।

প্রয়াগরাজ্য চক্রাকারে প্রায় ৫ হাজার লি বিস্তৃত। এই রাজ্যের রাজধানী গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই দেশে শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং ফলবৃক্ষ দ্রুত বৰ্দ্ধিত হয়। এ দেশ উষ্ণ। ইহার অধিবাসীরা মৃদুস্বভাব। তাহারা বিদ্যানুরাগী। এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অল্প এবং দুইটি মাত্র সঙ্ঘারাম আছে। কিন্তু অপধর্ম্মাবলম্বীরা বহুসংখ্যক।

প্রয়াগরাজ্যের রাজধানীতে একটি সুন্দর মন্দির আছে। অপধর্ম্মাবলম্বীদিগের পুরাণেতিহাসে এই দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; তাহাদিগের শাস্ত্রে কথিত আছে, জীবমাত্রেই এই স্থানে সহজে পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারে।

* মহারাজ শিলাদিত্য ভারতবর্ষের অন্যতম প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তদীয় বীরত্ব, বিদ্যানুরাগ, ধর্ম্মপরায়ণতা ও দানশীলতা কিংবদন্তীতে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার সভা কোবিদবৃন্দে পরিশোভিত থাকিত। বিখ্যাত বাণভট্ট তাঁহার সভাসদ ছিলেন। শিলাদিত্য স্বয়ং সংস্কৃত-রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার রচনা ভাষার মাধুর্য্যে ও ভাবের প্রাচুর্য্যে সংস্কৃত সাহিত্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ' তাঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে, 'নাগানন্দের' অভিনয়কালে শিলাদিত্য স্বয়ং জীমূতবাহনের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন।

যদি কেহ এই মন্দিরে সামান্য অর্থদান করে, তবে অন্যত্র সহস্র মুদ্রাদান করিলে যে ফল লাভ হয়, সে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যদি কেহ জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এই মন্দিরে প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তবে পরকালে তাহার আত্মার অক্ষয় সুখ-লাভ ঘটে। আমাদিগের বর্ণিত এই দেবমন্দিরের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ দণ্ডায়মান, দেখিতে পাওয়া যায়। *

গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রত্যহ শত শত লোক স্নান করে ও প্রাণত্যাগ করে। এ দেশের লোকের বিশ্বাস, স্বর্গকামীর পক্ষে তণ্ডুল কণামাত্রও গ্রহণ না করিয়া উপবাসে নদীজলে জীবন বিসর্জ্জন করা আবশ্যক। তাহাদিগের বিশ্বাস, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। এই জন্য বহুদূর হইতে এবং নানাস্থান হইতে বহুলোক এই স্থানে সমাগত হইয়া সপ্তাহকাল উপবাস করিয়া জীবনান্ত করে।

গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমস্থানের সন্নিকটে একটি স্তম্ভ আছে। অপধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীরা সূর্য্যাস্তকালে এই স্তম্ভে আরোহণ করিয়া এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যের স্তুতি ও বন্দনা করিয়া থাকেন।

এই স্তম্ভ হইতে অদূরে নদীতটে দানবেদী নির্ম্মিত আছে। তথায় রাজন্যবর্গ ও সম্ভ্রান্তবংশীয়গণ দানকার্য্য সম্পাদন করেন। বর্ত্তমান সময়ে শিলাদিত্য পূর্ব্বপুরুষগণের অনুকরণে পাঁচ বৎসর অন্তর এই স্থানে পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত ধনরত্ন বিতরণ করিতেছেন। তিনি প্রথমে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সুসজ্জিত করিয়া সেই মূর্ত্তিকে মহার্ঘ বস্ত্রাদি প্রদান করেন ও পরে স্থানীয় আচার্য্যগণকে দান করেন। ইহার পর দূরাগত আচার্য্যগণের পর্য্যায় উপস্থিত হয়। তৎপরে ক্রমে বিখ্যাত কোবিদগণ ও স্থানীয় অপধর্ম্মাবলম্বীরা ধনরত্ন লাভ করেন। সর্ব্বশেষে দরিদ্র, নিরাশ্রয়, পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয়বন্ধুবর্জ্জিত ব্যক্তিদিগকে ধন বিতরণ করা হয়। এইরূপ দানে রাজভাণ্ডার শূন্য হইলে রাজা স্বীয় মুকুট ও অন্যান্য রত্নাভরণ দান করেন। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব দানে শিলাদিত্য অবিচলিত থাকেন এবং দানশেষে সানন্দে ঘোষণা করেন—"সমস্ত কার্য্য সুনির্ব্বাহিত হইয়াছে। আমার যত ধন সম্পদ্ ছিল, সবই অপাপবিদ্ধ—অক্ষয় কোষে নীত হইয়াছে।" অতঃপর করদ-রাজগণ স্ব স্ব বস্ত্র ও পরিচ্ছদ শিলাদিত্যকে প্রদান করেন, এবং তাহাতে তদীয় রাজকোষ পুনরায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

* অক্ষয়বট বৃক্ষ।



## গর্জ্জপতিপুর ( গাজিপুর )।

গর্জ্জপতিপুর রাজ্য চক্রাকারে প্রায় ২ হাজার লি বিস্তৃত। ইহার রাজধানী গঙ্গাতীরবর্ত্তী এবং ইহার পরিধি প্রায় ১০ লি। এই রাজ্যের অধিবাসিবর্গ ধনশালী। এই স্থানে নগর ও পল্লীসমূহ পরস্পর সংলগ্ন। এ রাজ্যের ভূমি উর্ব্বর ও তাহাতে যথারীতি কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। এ দেশের জলবায়ু প্রীতিকর, প্রকৃতিপুঞ্জ নির্ম্মলচরিত্র, ন্যায়ানুরাগী কিন্তু উগ্রস্বভাব। এ দেশে সত্যধর্ম্মাবলম্বী এবং অপধর্ম্মাবলম্বী উভয়বিধ লোকই দেখা যায়।

বহুকাল পূর্ব্বে হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে তুরখা দেশে দুই কি তিন জন শ্রমণ বাস করিতেন। তাঁহারা জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মকীর্ত্তিরাজি দর্শনের অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন। কিন্তু ভারতীয়গণ অপরিচিত বিদেশীয় বলিয়া তাঁহাদিগকে আশ্রয়দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছিল। সেই জন্য ইঁহারা বহু কষ্ট ভোগ করেন। তাঁহারা অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে এবং রৌদ্র-বৃষ্টিতে শুষ্ককায় হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তাঁহারা গর্জ্জপতিপুর রাজ্যের রাজধানীতে উপনীত হয়েন। এক দিন পরিভ্রমণকালে রাজা তাঁহাদিগকে দেখিতে পায়েন এবং কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তিনি ব্যথিত হয়েন এবং তাঁহাদিগের বাসের জন্য একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই সঙ্ঘারাম অদ্যাপি বিদ্যমান। ইহার প্রাচীরগাত্রে নিম্নলিখিত অনুশাসন-লিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—বুদ্ধের, ধর্ম্মের ও সঙ্ঘের অলৌকিক কৃপায় আমি দেশাধিপতির পদ লাভ করিয়াছি এবং মনুষ্যমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠব্যক্তিরূপে সম্মানিত হইয়াছি। আমি মনুষ্যজাতির শাসনাধিকার লাভ করিয়াছি, এই জন্য বুদ্ধদেব ধার্ম্মিক ব্যক্তিমাত্রেরই রক্ষণের ও সন্তোষ-বিধানের দায়িত্ব আমার স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন। আমি বিদেশীয়দিগের আশ্রয়ের জন্য এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করিলাম।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।